অগ্নি নিরাপত্তা

বাড়ি বানানোর সময় ছোটখাট অনেক বিষয় আমরা এড়িয়ে যাই, অথচ তুচ্ছ এই জিনিসগুলো থেকেও ঘটতে পারে দূর্ঘটনা। এসব অনাকাংখিত বিপদ থেকে বাচতে দরকার সচেতনতা ও সাবধানতা।

অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারন

- চুলার আগুন, মোমবাতি, মশার কয়েল।
- বৈদ্যতিক শর্টসার্কিট বা বজ্রপাত।
- ছেলেমেয়েদের আগুন নিয়ে খেলা, আতশবাজি।
- কনস্ট্রাকশন কাজে ওয়েল্ডিং থেকেও আগুন ছড়াতে পারে।

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে যা করতে হবে

- অসাবধানেই আগুন ধরে, কাজেই সচেতন হতে হবে।
- রান্নার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে।
- ছেলেমেয়েদের আগুন নিয়ে খেলতে দেয়া যাবে না।
- ভালো মানের ইলেকট্রিক ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে।
- হাতের কাছে দু-এক বালতি বালি বা পানি রাখতে হবে।
- বড় ভবন হলে আলাদা ফায়ার এক্সিট থাকবে।
- নিজ নিজ এলাকাতে অগ্নিনির্বাপনী মহড়া দেয়া।

স্থায়ী অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা

বাসা ও অফিসে অগ্নিকান্ড এড়াতে কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। যেমন:

- ডিটেকশন সিস্টেম: তাপ বা ধোয়ার উপস্থিতি টের পেয়ে এই সিস্টেম নিজ থেকেই সাইরেন বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেবে।
- এলার্ম সিস্টেম: এই পদ্ধতিতে ভবনে মাইক বা এলার্ম লাগিয়ে রাখা হয় , নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ঘোষনা দিয়ে সবাইকে নামিয়ে আনা যায়।
- ফায়ার প্রুফ গ্লাস: গ্লাসেও আগুন দ্রুত ছড়ায়, এবং ভেঙ্গে পড়লে জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। এজন্য ফায়ারপ্রুফ গ্লাস ব্যবহার করুন।

বহুতল ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধে যা করতে হবে

- ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি সহজে প্রবেশের জন্য কমপক্ষে ৩০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা রাখতে হবে।
- প্রতি রান্নাঘরের সামনে অন্তত একটি ফায়ার এক্সটিংগুইসার মেশিন রাখতে হবে, গৃহিনীদের সেটার ব্যবহার জানতে হবে।
- বেইজমেন্ট ওয়াটার রিজার্ভারে কমপক্ষে ৫০ হাজার গ্যালন পানি মজুদ থাকতে হবে, রিজার্ভার পানিশুন্য হওয়ার আগেই ভরে রাখতে হবে।
- দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে বছরে অন্তত দুবার বৈদ্যুতিক মেইন লাইনে কোনও ত্রুটি আছে কি না পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে ছাদে লাইটিনিং কনডাক্টর বসাতে হবে।
- অবশ্যই ভবনের আলাদা ফায়ার এক্সিট থাকবে।